শুধুমাত্র গুলগাপ্পা দিয়ে ছোটদের লেখা হয় না

বাংলা ভাষায় সাহিত্য অকাদেমির 'বাল সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩' পেলেন খ্যাতনামা কবি ও গদ্যকার **শ্যামলকান্তি দাশ**। ছোটদের উপন্যাস 'এরোপ্লেনের খাতা'র জন্য। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

লেখালিখির জগতে কীভাবে এলেন?

» পরিবারে সাহিত্যের পরিমণ্ডল ছিল। বাবা ছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক। তিনি সাহিত্য ভালবাসতেন এবং অনুবাদও লিখতেন। তাঁর কবিতা পড়েই আমার লেখার বাসনাতে আমার তৈরি হয়। আমার এক বাবাও লিখতেন। আমার ঠাকুরদা, বড় জ্যাঠামশাইও লেখালিখি করতেন। কাজেই লেখার সঙ্গে যোগাযোগ ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেছিল। তারপর নিজে লেখালিখি শুরু করি।

প্রথম প্রকাশিত লেখা?

» বাংলার ১৩৭১ সালের বৈশাখ মাসে। লিখেছিলাম দেশাত্মবোধক কবিতা 'এই তো আমার পণ'। ছাপা হয়েছিল কলকাতার 'পাঠশালা' কাগজে। একসময় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্র দেব। আমি যখন লিখি, তখন সতীনাথ লাহা ছিলেন সম্পাদক।

ছোটদের জন্য কী ধরনের কবিতা?

» একেবারেই না। ছোটদের আমি স্বল্প লেখালিখি উড়োজাহাজে চালাই। আমার বাল্যকাল কেটেছে অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রাম বাংলাতেই। সেই গ্রামের আকাশ দিয়ে উড়োজাহাজ যেত। সবাই দেখত, বুঝতে পারতাম, তাতে একটাই। উড়োজাহাজের স্বপ্নলোক আমাকে নাড়া দিত। গ্রামের আকাশে উড়োজাহাজের লাল-নীল আলো দেখে আমি কল্পনার জগতে উধাও হয়ে যেতাম। মনে হত অফিসি নিয়ে পেয়ে যেতাম। অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনার জন্ম হত মনের মধ্যে। দুটির দিনে ফসল উঠে যাওয়া মাঠে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে বুক তৈরি করতাম। যেন আমার পায়ের উড়োজাহাজে আমি এই বুকের মধ্যে চালাব। মাঝে মাঝেই সেইসব কথা। মা বলতেন, উড়োজাহাজ চালাতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়। কষ্ট ভাষা শিখতে হয়। ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। আমি চুপ করে শুনতাম। ভাবতাম, তেমনটাই হোক আমাকে শিক্ষিকা হতেই হবে।

তার মধ্যেই কি 'এরোপ্লেনের খাতা'? যে উপন্যাস আপনাকে এবার দিল সাহিত্য অকাদেমির বাল সাহিত্য পুরস্কার।

» অবশ্যই। ছোটবেলার আমার একটা খাতা ছিল। নাম 'উড়োজাহাজের খাতা'। তাতে সেটা চালাতাম বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত উড়োজাহাজের ছবি। আমি মুখস্থ কবিতা, ছড়া লিখি। বড়দের এবং ছোটদের জন্য। উপন্যাস লিখব কখনও ভাবিনি। 'গল্পটান'-এর কর্মকর্তা অমীত বিশ্বাসের তাড়নায় লিখতে হয়েছে। তার আগে 'উড়োজাহাজ' পত্রিকায় 'নিরিবিলিপুর' এবং 'ঝিলমিলি' পত্রিকায় 'রসগোল্লার গাছ' নামে দুটো বড় গল্প লিখেছিলাম। দুটিকেই দুটো লেখাই উপন্যাস হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। এই

হল আমার লেখা। তারপর লিখলাম 'এরোপ্লেনের খাতা'। ২০১৮-৭ শারদীয়ায় লিখেছিলাম। বই আকারে বেরোয় ২০১৯-এ। এই উপন্যাস আমাকে আমার ছোটবেলা উপহার। ঘটেছে ছোটবেলার কল্পনার প্রকাশ। 'গল্পটান' প্রকাশিত বইটি সাহিত্য অকাদেমির বাল সাহিত্য পুরস্কার পাবে জানিনি।

এখনও কি উড়োজাহাজের প্রতি ভালবাসা আছে?

» ঠিকভাবে আছে। বড় বয়সে একবার সহকর্মী বিদেশফিরে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মধ্যমগ্রামে বাড়ি বাড়ির দোতলার ছাদে গিয়ে বুঝলাম আমরা বসেছিল। কাজেই বিমানবন্দর। গ্রামের আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা এরোপ্লেন। দেখে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম। পাশাপাশি লাগছিল ভয়। যদি ফেলে পড়ে। তাহলে কী হবে। ভয় এবং ভালবাসা দুটো নিয়ে পরের দিন বাড়ি গিয়ে উড়োজাহাজ নিয়ে ১১-১৫টা কবিতা লিখেছিলাম। ছাপা হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। একবার দেড় মাসের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলাম। ভারতের ভিসিকলার জন্য। সেখানে প্রতিদিন সেন্সি হাইটেকের জানলার ধারে বসে সকালে এবং গভীর রাতে নির্দিষ্ট ভিতে একটোপ্লেনে উঠে যাওয়া দেখতাম। বাড়ি ফেরেছে। তাতে আজও উড়োজাহাজের প্রতি ভালবাসা নিশ্চয়তা করেনি। উড়োজাহাজ নিয়ে লিখেছি অনেক।

ছোটদের জন্য লিখতে গেলে কতটা সতর্ক থাকতে হয়? কতটা আত্মসচেতন থাকতে হয়?

» একজনের ছোটদের কিন্তু ছোট নয়। তারা অনেক বেশি জানে। পৌঁছনোর ভাবে। বিভিন্ন বাসনার শক্তি। তাদের জন্য লিখতে গেলে আত্মসচেতন থাকতেই হবে। মাথা খাটিয়ে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। তার সঙ্গে নতুনকে কল্পনাশক্তি। প্রেমের দিন, সংবাদিন থাকের কল্পবিজ্ঞানের লেখাগুলো পড়ে বুঝতে পারি ছোটদের উচ্চাবাসনার পরিধি কতখানি শক্তি বিস্তৃত দিন। শুধুমাত্র গুলগাপ্পা দিয়ে, বাস্তবীয় ঘটনাগুলো দিয়ে ছোটদের লেখা হয় না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলতেন, ছোটদের জন্য একজন বিজ্ঞ লিখতে না, যাতে তাদের শিক্ষণ, বাসনাকল্প আসতে হয়। মোদ্দকথাটাই যেন তারা আমাকে না পায়। একজন লেখা লিখতে হলে, যা তাদের মধ্যে কল্পনা শক্তির প্রকাশ ঘটাবে এবং মনে বুদ্ধির খোরাক জোগাবে।

প্রিয় ছোটদের লেখক কারা?

» ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুকুমার বসুর লেখা পড়ে। পাশাপাশি সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, লক্ষ্মীপ্রসন্ন দিব্য মজুমদার, বাদল আলী মিয়া, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, নীরেন্দ্র গুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ ধর, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ঘোষ ঠাকুরদা, ইন্দিরা দেবী, রাধারাণী দেবী, সুকুমার সে সরকার, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, সুনির্মল রায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়। এঁরা আমার খুব প্রিয় লেখক। এঁদের লেখা আমাকে খুব টানত। পাশাপাশি এই সময়ের বহু লেখকের লেখাই আমার খুব প্রিয়।

আপনি বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কাই কো?

» ঠিক তাই। সেই পত্রিকার নাম 'ছোটদের কবিতা'। সম্পাদনা করেছি কয়েকটি বড়দের পত্রিকা। এই মুহূর্তে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে 'কবিতাসংকলন' পত্রিকা। ছোটদের জন্য বেশকিছু সংকলন সম্পাদনা করেছি। তার মধ্যে উড়োজাহাজ বাতিকী 'অমরাবতী'। সম্পাদনা করেছিলাম সুবৃহৎ আকার বই 'আকাশে আটকানো'। নীরেনদা 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় কাজ করেছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। তাঁর মতো সম্পাদক আমি আর দেখিনি। তিনি আমার শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। নীরেনদার তাগেই গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলাম। ছেড়ে চলাফিরা করতে হয়েছিল আমাকে। আমার উচ্চারণ, ভুলভাবে, ভুল বাংলা, ভুল বিশেষণ সমস্তকিছু সহজে ভালবাসায় দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে মানুষ হতে সাহায্য করেছিলেন। বাংলা বানান তাঁর কাছেই শিখেছি।

ছোটদের জন্য লিখে আর কী কী পুরস্কার পেয়েছেন?

» পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুসাহিত্য স্মৃতি-পুরস্কার পেয়েছি কয়েক বছর আগে। বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত অভিজ্ঞান স্মৃতি ছড়া পুরস্কার পেয়েছি। এ ছাড়াও পেয়েছি নীরেনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, শিক্ষাদিহিত্য পরিষদ প্রদত্ত পুরস্কার, যোগেন্দ্রর পুরস্কার ইত্যাদি। বড়দের জন্য নিখেও পেয়েছি বেশকিছু পুরস্কার। ২০০৮ সালে প্রদত্ত জাতীয় আকাদেমি আমাকে জাতীয় কবির সম্মানে ভূষিত করেছিল।

ছোটদের জন্য লিখে কতটা আনন্দ পান?

» অনন্তহীন আনন্দ পাই। ছোটদের জন্য আমার বেশকিছু ছড়ার বই আছে। বড়দের লেখা লিখছি পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে। 'আনন্দমেলা'র যোগ দিয়ে পত্রিকাতেই ছোটদের লেখা লিখতে শুরু করি। ১৯৭৮ সালে। নীরেনদার উৎসাহে। আজও তিনি ছোটদের জন্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। খুব ভাল লাগে। প্রতিদিন পড়ব এইভাবেই নিয়ে যাব।